পাঠক ফোরাম

হায় গণতন্ত্র!

চারদিকে আজ সন্ত্রাস, চাঁদাবাজির সন্ত্রাস, কলমের সন্ত্রাস, এতো সন্ত্রাসের জ্বালায় জনজীবন দুর্বিষহ। আর ধাপে ধাপে মগের মল্লুকের পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে দেশ। আর যারা কর্ণধার রক্ষকের বেশে ভক্ষক সেজে বসে আছে এবং তারা ভুলে গেছে একদিন আমরাই তাদের সিপাহিশালার বানাতে সাহায্য করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় তারাই আমাদের বেদনার্ত করতে বিষাক্ত ছোবলে আঘাত আনে। ভুলে যেতে বসেছে এই দিন দিন নয় আরো দিন আছে। প্রতিটি মুহূর্তে যেখানে মানুষ বেঁচে থাকার কঠিন সংগ্রামে সদা ব্যস্ত সেখানে সরকারের কর্ণধাররা অসম প্রতিযোগিতার উৎসবে ব্যস্ত সাধারণ মানুষের রক্ত চুষতে। হায়রে গণতন্ত্র! যেখানে একটু ভালোভাবে বেঁচে থাকার জন্য অলীক উন্নয়নের স্বপ্ন ও ধমক শুনতে হয়। এ শহরে থাকতে হলে নাকি লাগামহীন যত ট্যাক্স দিতেই হবে তাদের, না হয় এ নগরী ছাড়তে হবে। উপায় নেই গোলাম হোসেন, যেখানে মানুষের ন্যূনতম নিশ্চয়তা নেই, সুযোগ নেই এবং তা করার কোনো লক্ষণও নেই, সেখানে এ রক্তচোষার যজ্ঞ। এ রক্তচোষার ক্ষুধা যে কবে মিটবে তা সৃষ্টিকর্তার হয়তো অজ্ঞাত, অজ্ঞাত আমাদের মতো সাধারণ মানুষ যারা দুটো ডাল ভাত খেয়ে পরে শান্তিতে বেঁচে থাকার গ্যারান্টি খোঁজে।

সন্ত্রাসীর চাঁদা, পুলিশের মাস্তানি প্রশাসনের ঘুষ প্রীতি এবং ইদানীং ট্যাক্স, ভ্যাট ও বিলের লাগামহীন দৈরাত্ম্যে প্রাণ ত্রাহি মধুসূদন। সেই অত্যাচারী রাজার দেশে নিরীহ প্রজার মতো অবস্থা। না বলার কোনো উপায় নেই, হ্যাঁ করতেই হবে- সেটা বুকের রক্তের বিনিময়েও হলেও। জনগণই নাকি সকল ক্ষমতার উৎস। কিন্তু এই জনগণ কতোটা কি পেয়েছে এ দেশের আকাশ বাতাস মাটি সবই তার সাক্ষী। শুধু বোধগম্য নয় তথাকথিত চালিকাশক্তির নামধারী নেতা নেত্রীরা। মুখের বুলি ছাড়া কিছুই পায়নি এ দেশের জনগণ, পাওয়ার মধ্যে পেয়েছে, স্বাধীনতার জন্য জীবন দিতে স্বৈরাচারী হটাতে বুকের রক্ত দিতে, ঘামের বদলে বাড়ি, গাড়ি আমদানি ব্যবসার মালিক বানাতে, আর বিনিময়ে শুধু ক্ষুধার্ত হামলার রক্তাক্ত আঁচড় পেয়েছে।

ধন্যবাদ প্রচ্ছদ প্রতিবেদক আসজাদুল কিবরিয়া। এখনও আপনাদের মতো সময় উপযোগী লেখক আছেন বলে আশাবাদী হতে ইচ্ছে করে। আর একজন সাংবাদিকের বিবেক এখানেই । দেশ ও জাতির ক্রান্তিকালে তারা হবেন ন্যায়ের জাগ্রত বিবেক, এই চলা যেন থেমে না যায়।

এস. ইকবাল
৩২১০, রামপুরা, ঢাকা

রেলগাড়ি ঝমাঝম

সেই ১৯৮২-৮৩ সালের কথা। তখন আমি একেবারেই ছোট। স্কুলেও যাইনি। মেজ খালা থাকতেন মগবাজার রেললাইনের ঠিক পাশের একটা বাড়িতে। মা আর আমি প্রতি সপ্তাহেই সে বাড়ি বেড়াতে যেতাম। যতোক্ষণ সেখানে থাকতাম শুধু তাকিয়ে থাকতাম রেললাইনের দিকে কখন ট্রেন আসবে। ট্রেনের হুইসেলের কান ফাটানো আওয়াজ আর ঝিকঝিক শব্দে বড়রা বিরক্ত হলেও আমি কিন্তু ভীষণ মজা পেতাম। খুব ভালো লাগতো ট্রেন দেখতে। আজও যখন ক্রসিংয়ে আটকা পড়ি ট্রেন দেখতে একটা অদ্ভুত শিহরণ জাগে। ছোটবেলায় মাকে বলতাম আমি বড় হলে ট্রেনের ড্রাইভার হবো। তাহলে সারাক্ষণ ট্রেন চালাতে পারবো। সাপ্তাহিক ২০০০-এর ২৩ জুলাইয়ে প্রচ্ছদ প্রতিবেদন রেলওয়ে কালচার পড়তে গিয়ে আমায় ছোটবেলায় সেই ট্রেন দেখার নস্টালজিয়ায় পেয়ে বসেছিলো। রেলওয়ে একটি দেশের স্থলপথ পরিবহনের সবচেয়ে সস্তা আরা আরামদায়ক পরিবহন হলেও আমাদের দেশের পূর্ববর্তী সব সরকার এর সঙ্গে বিমাতাসুলভ আচরণ করেছে। এর ফলে মানুষ আজ নেহাত দায়ে না পড়লে ট্রেনে চড়তে চায় না। কারণ ট্রেনের সময়ের কোনো ঠিক নেই। সকাল ৯টার ট্রেন রাত ৯টায় এলেও অবাক হবার কিছু নেই। যাত্রীসেবার মানের কথা নাইবা বললাম। তবে আশার কথা, বর্তমান সরকার এ খাতকে গুরুত্ব দিয়ে অনুধাবন করেছে। বেটার ইজ লেট দেন নেভার।

এস এম নওশের, ঢাকা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ হসপিটাল
nowsheer@dhaka.net

আসুন, অন্য কথা বলি

পাঠক ফোরামে সবাই শুধু দেশের রাজনীতি আর সন্ত্রাসীদের নিয়ে লিখছে। অথচ আমরা পড়তে চাই, জানতে চাই দেশের মানুষ কোথায় কি করছে। যেমন কেউ জানাতে পারে কম্পিউটারে একটি নতুন প্রোগ্রামের কথা যুক্তরাষ্ট্র থেকে। নিউইয়র্কে বসে দেশের সন্ত্রাস নিয়ে বক্তব্য রাখতে হচ্ছে। যদি পরিস্থিতিকে কিছুটা স্বাভাবিক করতে পারতো তবে আমরা কতো কথা ভাবতে পারতাম, উন্নয়নে শরিক হতে পারতাম, পরস্পর মতবিনিময় করতে পারতাম। এখন আমরা শুধু গৃহবন্দি নই, চিন্তা জগতেও বন্দি হয়ে গেছি। আমরা একটু আলো বাতাস চাই। আশার কথা শুনতে চাই, না হলে বাঁচবো কি করে? খালেদা জিয়া রাজাকার আর শেখ হাসিনা রাজপথ নিয়ে থাকুক! আমরা অন্য কথা বলি।

আবুল হাসনাত
আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম

ওয়ান ওয়ে টিকেট

কোলকাতা বেড়াতে গিয়েছিলাম কিছুদিন হলো, আগে যখন গিয়েছি মানে বছর দুয়েক আগে তখন হোটেলের টিভিতে ঢাকার টিভি দেখা যেতো। কিন্তু এবার দেখলাম উল্টো। হোটেল কর্তৃপক্ষ বললো, এখানকার চ্যানেল মালিকরা বন্ধ করে দিয়েছে ঢাকার টিভি। কারণ ব্যবসায়িক। কিন্তু কথা হলো, আমাদের এখানে ভারতীয় প্রতিটি চ্যানেল দেখানো হচ্ছে। একজন বললো, ঢাকার চ্যানেল কোলকাতায় চালাবার জন্য নেটওয়ার্কের মালিকরা বড় অঙ্কের টাকা দাবি করেছে। দ্বিতীয় একটি মত হলো, ভারত সরকার এতে বাধা দেয়, কারণ দেখা গেছে যেসব অঞ্চলে ঢাকার চ্যানেল চলে সেখানে ঢাকার সিগারেট, সাবান, পানীয় চোরাচালানে গিয়ে বিক্রি হয়। কিন্তু আমার বক্তব্য ভিন্ন হোটেল মালিকরা যারা বাংলাদেশের ট্যুরিস্টদের ওপর নির্ভরশীল তারা বিষয়টির ওপর জোর দিতে পারে। আমরাও হোটেল কর্তৃপক্ষকে চাপ দিতে পারি ঢাকার চ্যানেল দেখতে চাই। আমার বক্তব্য একটু অবাস্তব হলেও আসলে দু'দেশের মধ্যে লেনদেন থাকতে হবে। আমরা পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে উৎসাহী, ওদেরও তো কৌতূহল থাকতে হবে! নইলে চিরকাল ওয়ান ওয়ে টিকেটেই থেকে যাবে। যার ইতিহাস আমাদের জানা। ভবিষ্যৎও একই থেকে যাবে।

নিহাল, নিলয়নীলা
টিকাটুলী, ঢাকা

র‍্যাবের ওপর আস্থা

আমাদের ড্রাইভার চিন্তিত থাকেন ডিউটি বেশি রাত পর্যন্ত হয়ে গেলে। আমরা থাকি মহাখালী নিউ ডিওএইচএস। ড্রাইভার থাকেন নাখালপাড়া। ও যদি শাহীন স্কুলের সামনে দিয়ে শাহীনবাগ হয়ে বাসায় যান তবে ৫ টাকা রিকশা ভাড়া লাগে। কিন্তু রাত হলে যতবার ও রাস্তা দিয়ে আটটার পরে যাবার চেষ্টা করেছেন ততবার নেশাগ্রস্ত বখাটে বা মাস্তানরা পকেট হাতিয়ে নিয়েছে। দশটা হলে তাকে যেতে হয় ট্যাক্সিতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ঘুরে। আমার পিতা তাকে ট্যাক্সির ভাড়াটা দিয়ে দেন। কিন্তু কথা হলো, নাখালপাড়ায় অনেক পুলিশ থাকে। কারণ ওটা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পেছনটা। সিকিউরিটির জন্য থাকা উচিত। কিন্তু পুলিশরা কি শাহীনবাগটা তাদের টহলের আওতায় আনতে পারে না? একদিন আমাদের ড্রাইভার নাকি জিজ্ঞেস করেছিল। ওরা বলে, ওটা আমাদের ডিউটি নয়। আমি শুধু শাহীনবাগ বলছি না। জনগণ রাতে বাড়ি ফিরতে পারবে না মোবাইল নিয়ে স্কুটার ভাড়া করে! পুলিশ এর অংশীদার। 'র‍্যাব' ইচ্ছে করলে প্লেন ড্রেসে এদের ধরতে পারে। র‍্যাব করা হয়েছে জনগণের জীবনযাত্রাকে সহজ করার জন্যে। আমরাও আশাবাদী, র‍্যাবের ওপর আস্থা রাখতে চাচ্ছি।

শিরিন খান
নিউ ডিওএইচএস, ঢাকা

যা প্রয়োজন অবশ্যই

আমরা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবো। যেভাবে দিনের পর দিন বাড়ছে কেরোসিন ও জ্বালানি গ্যাসের দাম, তাতে মনে হয় আগামী দিনে আমাদের মতো মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষকে রান্নাবিহীন কাঁচা খেতে হবে খাদ্যসামগ্রী। দেশের সমাজ ব্যবস্থা ও দ্রব্যমূল্যের এই হতাশা অবস্থা কবে দূর হবে তা কেউ জানে না। শুধু জ্বালানি সমস্যাই নয়, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য যেভাবে পাগলা ঘোড়ার মতো বাড়তির দিকে ছুটে চলেছে, তা থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, আগামী দিনে কেবল চাল কিনে ভাত খাওয়া ছাড়া তরিতরকারি খাওয়া প্রায় সোনার হরিণ হয়ে দাঁড়াবে! একটি কথা অপ্রিয় হলেও বাস্তব সত্য যে, আমাদের মতো এই প্রাণপ্রিয় দারিদ্র্য প্রধান বাংলাদেশে যখন যে সরকার লোলুপ সিংহাসনে বসে, সে কোনোভাবেই দ্রব্যমূল্যের ঐ ভয়ানক পাগলা ঘোড়াটি শিকল পরিয়ে জনগণের আয়ের পাশে ধরে রাখতে পারে না অথবা তা তারা চায় না। অথচ এমন একটি দরিদ্র দেশের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য সব সময় জনগণের নাগালে রাখা প্রধান দায়িত্ব। সুতরাং এভাবে যদি দিনের পর দিন চলতে থাকে তবে আমরা কি করে খেয়ে, পরে বেঁচে থাকবো?

রহমান শেখ
উত্তর শাহজাহানপুর, ঢাকা

ভ্যাট না বাড়িয়ে ঘুষ ঠেকান

সাপ্তাহিক ২০০০-এর ৭ বর্ষ ১০ সংখ্যাটি ছিল ভ্যাট সন্ত্রাসের ওপর। অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান '৯০-'৯১-এর বাজেটে ভ্যাট নামক নতুন সন্ত্রাস চালু করেন। যার উদ্দেশ্য ছিল ক্রেতাদের কাছ থেকে চাঁদাবাজি করা। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে যেখানে ক্রেতা সাধারণের নাভিশ্বাস ওঠে সেখানে ভ্যাটের কল্যাণে গলায় ফাঁস পড়েছে। অনেকটা বাধ্য হয়ে আমরা সরকারকে ভ্যাট দেই। কিন্তু এখানে প্রশ্ন থেকে যায়, সরকার কি এ টাকা পাচ্ছে? কোনোভাবেই নয়। এটা ব্যবসায়ীদের কারণে নয়, মূলত সরকারের। ভ্যাট আদায়ের প্রক্রিয়া ও ভ্যাট আদায়ে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের দুর্নীতির কারণে। সাইফুর রহমান মনে হয় জানেন না যে, সংশ্লিষ্ট কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা তার এলাকার মিষ্টি দোকান থেকে মিষ্টি কিনতে বা তার পরিবারের কারো চাইনিজ খেতে পয়সা লাগে না। ফলে সুবিধা ভোগ করছে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী ও আমলা। সম্প্রতি উক্ত কর্মকর্তাকে দেয়া হয়েছে গ্রেপ্তারের ক্ষমতা, যা নিয়ে ব্যবসায়ীরা আন্দোলনে নেমেছে। মূলত এ আইন ভ্যাট কর্মকর্তার উৎকোচ না দেয়ার শাস্তি হিসেবে ব্যবহার করা হবে। যেখানে মন্ত্রী-সাংসদরা ভাগ পাবেন, পাবেন ট্যাক্সবিহীন গাড়ি, বিল ছাড়া ফোন। ভ্যাট বাড়ানো নয়, আপনাদের অপচয় কমান।

এ.এস.এম ছরাফুল্যাহ

বৃক্ষরোপণে শ্রেষ্ঠ সময়

দেশে বর্ষা মৌসুম শুরু হয়েছে। বৃষ্টি থাকবে ভাদ্র-আশ্বিন মাস পর্যন্ত। এখন গাছের চারা রোপণের শ্রেষ্ঠ মৌসুম। প্রতিটি সচেতন নাগরিকের উচিত অন্তত পক্ষে পাঁচটি গাছ এ সময় লাগানো। ফলজ, বনজ, ঔষধি প্রভৃতি গাছ লাগানো যেতে পারে। রাস্তার ধারে লাগানো যায় কৃষ্ণচূড়া, সুনালু, জারুল প্রভৃতি গাছ, যেগুলো বড় হয়ে ফুলে ফুলে ভরে দেবে পুরো এলাকা। আরো লাগানো যায় আম, জাম, লিচু, কাঁঠাল, আতা, লেবু, সফেদা, বাতাবি লেবুসহ অন্যান্য ফলজ গাছ। এ গাছ বড় হয়ে ফুলে-ফলে সুশোভিত করবে এ দেশ। দূর করবে পুষ্টিহীনতা। সেজন্য গাছগুলো যাতে নির্বিঘ্নে বড় হয় তার জন্য পরিচর্যার ব্যবস্থাও করতে হবে। অনাগত দিনে এ গাছই হতে পারে অর্থের সংস্থানকারী। নিজে খেয়ে উদ্বৃত্ত ফল-ফলাদি বিক্রি করেও টাকা উপার্জন সম্ভব। তাই আমাদের সবাইকেই পতিত খোলা জায়গা ফেলে না রেখে সেখানে গাছ লাগানো উচিত। গাছের উপকারিতা বহুমুখী, পরিবেশ রক্ষা, জ্বালানি কাঠ সরবরাহ এবং আসবাবপত্র তৈরিতে গাছই মুখ্য ভূমিকা পালন করে। অপ্রয়োজনীয় ডালপালা লাকড়ি করে বিক্রি করা সম্ভব। এলাকার সৌন্দর্যবৃদ্ধি ও ছায়ার জন্যও গাছ ব্যবহার করা যায়। তাই আসুন আর দেরি না করে আত্মপ্রণোদিত হয়ে গাছের চারা রোপণ করি আর দেশ রক্ষায় ভূমিকা রাখি। সামাজিক বৃক্ষায়ন দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

আরিফ
ছদাহা মিয়াবাড়ী, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম

দৃষ্টি আকর্ষণ

অন্ধকারাচ্ছন্ন সেতু

ময়মনসিংহ শহরের ব্রহ্মপুত্র নদের ওপর অবস্থিত চীন-বাংলাদেশ মৈত্রী সেতু-১। প্রায় ৪৫১ মিটার দীর্ঘ এই সেতুতে সোডিয়াম লাইটের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক লাইটপোস্ট থাকলেও বিদ্যুৎ সংযোগের অভাবে সন্ধ্যার পর পুরো সেতুটি থাকে অন্ধকারাচ্ছন্ন। ফলে ঢাকা-শেরপুর, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, ফুলপুর ও ময়মনসিংহ-শেরপুর, সিলেট, চট্টগ্রামের মধ্যে চলাচলকারী শত শত বাস, ট্রাক, মিনিবাসসহ বিভিন্ন ধরনের যানবাহনকে সন্ধ্যার পর মারাত্মক ঝুঁকি নিয়ে সেতু পারাপার করতে হয়। বিশেষ করে বর্ষাকালে বৃষ্টির মধ্যে অথবা শীতকালে ঘন কুয়াশার সময় সেতু পারাপারের সময় যানবাহনগুলো পতিত হতে পারে ছোট বড় দুর্ঘটনার। তাছাড়া বিদ্যুৎ না থাকার কারণে সন্ধ্যার পর সেতু ও সেতু সংলগ্ন এলাকায় বসে মদ, গাঁজা ও ফেনসিডিলের আসর। ফলে নষ্ট হয় সামাজিক পরিবেশ। তাই সেতুটিতে প্রতিদিন সন্ধ্যার পর বিদ্যুৎ সংযোগের ব্যবস্থা করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

শিল্পী, কৃষি ডিপ্লোমা কলেজ, ময়মনসিংহ

বিদ্যুৎ চাই

আমরা কুমিল্লা জেলার হোমনা উপজেলাধীন ৮নং পশ্চিম আসাদপুর ইউনিয়নের তেভাগীয়া কলাগাছিয়া দক্ষিণ পাড়ার বাসিন্দা। আমাদের এই পাড়ায় ৬৫টি পরিবার বসবাস করে। আমাদের উত্তরপাড়া এবং আশপাশের গ্রামে প্রায় ১০ বছর আগে বিদ্যুতের লাইন টানা হয়। কিন্তু এতোদিন পরও আমাদের গ্রামের দক্ষিণ পাড়ায় বিদ্যুতের ছোয়া লাগেনি। গ্রামের পাশে রয়েছে বিরাট ইরিধানের মাঠ। এখানে তিনটি গভীর নলকূপসহ চারটি সেচ মেশিন রয়েছে। বিদ্যুতের অভাবে কৃষকরা তাদের জমিতে অধিক মূল্যের ডিজেলের মাধ্যমে সেচ যন্ত্র ব্যবহার করে, বিঘা প্রতি পানির মূল্য পড়ে ১৩০০ টাকা। এতে করে কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তাছাড়া এ পাড়ায় ছাত্রছাত্রী এবং জনসাধারণ অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে। বড়ই দুঃখের ব্যাপার যে চান্দিনায় বিদ্যুৎ অফিসে কয়েকবার বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়ার জন্য আবেদন করা হয়েছে (সিরিয়াল নং ১২৯২)। তাতে কোনো ফল পাওয়া যায়নি। এ অবস্থায় তেভাগীয়া দক্ষিণ পাড়ায় শিগগির বিদ্যুৎ সংযোগের ব্যবস্থা গ্রহণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানাচ্ছি।

মোবারক, তেভাগিয়া, ঘনিয়াচর, হোমনা, কুমিল্লা

ব্যবসা শিক্ষার ব্যবসা

বর্তমান সময়ে বেসরকারি খাতে শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপক প্রচলনটি বেশ লক্ষণীয়। বিষয়টি নিয়ে অনেকেই অতোটা আগ্রহী হন না শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপার বলে। কিন্তু এর অন্তর্নিহিত বৈকল্যটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। যার চূড়ান্ত ফলাফল হচ্ছে- কিছু শিক্ষিত কাঠামোবদ্ধ, উদ্ভাবনী শক্তিহীন মানবসম্পদ (!) বিশেষ। এ সময়কার বহু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতারণাপূর্ণ মোহময় কথার ফুলঝুরি, ঢাকচিক্যময় পরিবেশ আর নানামুখী সুবিধার প্রলোভন- ছাত্রছাত্রীদের এগিয়ে নিয়ে চলেছে একটি শঙ্কাময় ভবিষ্যতের দিকে। সবাই আজ ব্যবসা প্রশাসনে স্নাতক ডিগ্রি চায় বিজ্ঞানে আগ্রহী নয় বেশির ভাগই। পুঁজিবাদের চরমপ্রাপ্তির মোহে সবাই আজ দিশাহারা। দেশ, সমাজ, উন্নয়ন, দারিদ্র্যের জটিল ধারণায় কেউ যেতে চায় না। উচ্চ বেতনের শিক্ষক, ব্যবসায়ী ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ব্যস্ত অর্থের মানদন্ড নিয়ে, শিক্ষা এখানে সত্যিকার অর্থেই সুদূরপরাহত। বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে শিক্ষা বিনিময় কার্যক্রমের অনুপস্থিতি, কোর্সের অনুমোদন ছাড়াই কোর্স পরিচালনা, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে ম্যানেজ (!) করা ইত্যাকার নানা প্রতারণা আর অন্যায়ে পরিপূর্ণ আজ বেশিরভাগ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। এসব ব্যবসাবৃত্তির প্রতারণার শিকার আজ শুধু ছাত্রছাত্রী নয়, সারা দেশ। আর শিক্ষক, কর্মচারী বেতন বৈষম্য তো রয়েছেই। আয়কর কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিতেও যেন বিষয়টি ভিন্নতা পেয়েছে। স্বজনপ্রীতি, যোগ্যতাহীনদের পদোন্নতি, নবীন শিক্ষকদের ব্যবহার- সর্বোপরি সেমিস্টারভিত্তিক ভর্তির রমরমা বাণিজ্য আজ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকে লাভজনক ব্যবসাতেই দাঁড় করিয়েছে। দেশের অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের এসব হতাশাপূর্ণ কর্মকান্ড বিষয়ে কর্তৃপক্ষ নজর দেবেন কি?

অবাক, soptorsi2003@hotmail.com